অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। আহা - যদি আমি ভোটার হতাম! ।।

ষোল বছরের অধিক দেশের বাইরে। প্রবাসী ভোটারও হতে পারিনি এই ষোল বছরে। যখনই দেশে ভোট হয় নির্বাচন হয় - এক উত্তেজনা বয়ে যায় শরীরে। মনে। এমন উত্তেজনা এদেশে অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়াতে কখনো বোধকরি না। এবারও অর্থাৎ ২৯ ডিসেম্বর দেশে নির্বাচন হবে। তথাপি আমি ভোট দিতে পারবো না। এদেশের মানুষ যখন অন্য দেশে থাকে বা যেখানেই থাকুক না কেন ভোট সে দিতে পারে। শুধু পারে বললে কম বলা হয় কারণ এদেশে ভোট বাধ্যতামূলক। না দিলে তো জরিমানা। আমরা বাংলাদেশীরা দেশের বাইরে থাকলে ভোট দিতে পারি না। অনেকেই আশ্বস্ত করেছেন। আশার বাণী শুনিয়েছেন। ভোটার করবেন। কিন্তু বাস্তবে আজো তা হয়নি। আশায় থাকি একদিন হবেই। কিন্তু মন যে মানে না । মন চলে যায় দেশে। মনে মনে নিজেকে ভোটার হিসেবেই ভাবতে শুরু করি।

মনে মনে ভোটার না হয় হলাম। কবিগুরু তাঁর গানে বলেছেন 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে'। তারপর? অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি এবার আমার শেষ সুযোগ। দেশ কি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির শাসনে থাকবে, না স্বাধীনতাবিরোধী এবং মৌলবাদীদের হাতের ক্রীড়ানক হবে - সেই সিদ্ধান্তের ভোট এবার। দেশ কি দুর্নীতিবাজ লুটেরা ভন্ড দেশপ্রেমী (!) রাজনীতিবিদদের হাতে থাকবে, না যে বাংলাদেশের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছিলো সেই স্বাধীনতার কাছে যারা দায়বদ্ধ তাদের কাছে থাকবে - সেই সিদ্ধান্তের ভোট এবার। অতীতে যারা উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে কেবল নিজের এবং পরিবার আত্মীয়স্বজনের উন্নয়ন করেছে তাদের, না কি যারা নিজের কিঞ্চিত উন্নয়ন করেও সর্বহারা নিপীড়িত মানুষের উন্নয়নের চেষ্টা করেছে তাদের কাছে দেশের ভাগ্য ছেড়ে দেয়া হবে - সেই সিদ্ধান্তের ভোট এবার। রাজাকার আল-বদর এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদের আস্ফালনের মহোৎসবের আয়ূ আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, না তাদের চিরদিনের জন্য পরাজিত করা হবে - সেই সিদ্ধান্তের নির্বাচন এবার।

যদি আমি ভোটার হতাম - আহা, যদি আমি একটিবারের জন্য ভোট দিতে পারতাম তবে নিজের সাথেই এ প্রশ্নগুলো নিয়ে বোঝাপড়া করতাম আমার মূল্যবান ভোটটি দেবার আগে। আমি আগে বুঝতে চাইতাম আমার একটি মাত্র ভোট অথচ তা কত মূল্যবান। আমি তারস্বরে চিৎকার করে বলতাম - শক্তিমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার - জাতির দুর্দিনের সাথী সশস্ত্র বাহিনী - আমার ভোটটি আমার ইচ্ছেমত নির্বিঘ্নে এবং সরাসরিভাবে দেবার জন্য আমাকে একটিবার সুযোগ করে দিন। এটাই আমার শেষ সুযোগ। এই সময়ে এই ২৯ ডিসেম্বরে যদি আমি নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ভোট না দিতে পারি আর কখনোই পারবো না। আমাকে আর একবার আশান্বিত হতে দিন। শুধু আপনারা চাইলেই বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা নিরপেক্ষ নির্বাচনটি এবার সম্ভব (তবে আপনাদেরও প্রতিশ্রুত কথা রাখতে হবে)। দেশের মানুষকে স্বাধীনভাবে তার ভোটটি দিতে দিন। যে যাকে খুশী ভোট দিক। সত্যিকারভাবে নির্বাচিত হয়ে জনগণের প্রতিনিধি বেরিয়ে আসুক। এবারের ১/১১-র শিক্ষা থেকে যদি পাঠ নিয়ে থাকে তবে আমার নির্বাচিত প্রতিনিধি আর বেপথে চলার সাহস পাবে না। সেক্ষেত্রে আমার ভোট একটি সঠিক নেতৃত্ব বের করে আনবে। মানুষ স্বাধীনভাবে প্রভাবহীন ভয়হীন সন্ত্রাসবিহীন ভোটটি এবার দিক - পরিবর্তিত বাংলাদেশের সূচনা হোক।

আমি হিসেব করে দেখবো যাকে আমি ভোটটি দেবো তার অতীত কতখানি স্বচ্ছ। আমি জানি আমি কোন দেবদূত খুঁজে পাবো না তবু 'মন্দের ভালো' হয়তো খুঁজে পাবো। কোন দলের প্রার্থী সে বিবেচনার আগে দেখবো প্রার্থীটি কে? মানুষ ভালো হলে দলও ভালো হয়ে যাবে। তার চেয়ে বড় বিষয় মানুষটি - আমার প্রার্থীটি আমার নেতাটি কি আমার জন্য কিছু করবে? কখনো করেছে? করলেও তা কতটুকু?

এবার নির্বাচনে সবদলই জোট বেঁধেছে। তেল জল মেশার কথা না থাকলেও মিশে গেছে। তাই ভোট কাকে দেবো সে ধন্দে আমিও পড়ে যেতাম। আমার দলকে জানি ওঁরা আমার প্রিয় দল কিন্তু যার সাথে জোট বেঁধেছে সে আমার সহ্যের বাহিরে। বড় দুই জোটের সাথে দুই অসহ্য যোগ হয়েছে - এক স্বৈরাচারের দল- আর এক রাজাকার আল-বদরের দল। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো রাজনীতির এমনই হাল যে জোটবদ্ধ না হলে নির্বাচনে এককভাবে জয়লাভ করাই এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। আর নির্বাচনে জয়লাভ না করে ক্ষমতায় না গেলেতো দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তা হলে উপায়? শ্যাম রাখি না কূল রাখি? ওই যে বললাম 'মন্দের ভালো' - ওঁরাই এখন আমার হিসেবের ক্যালকুলেটর। হঠাৎ খবরে জানলাম মহাজোট থেকে স্বৈরাচারের দল বেরিয়ে গেছে। অনেকটা ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো। পরে দেখি ওটা ভাল্লুক জ্বর ছিলো। কারণ ওরা আবার ফিরে এসেছে। তবে ওরা এলে গেলে মহাজোটের তেমন কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। এই একটু বেষ্টনী দিয়ে রাখা আর কি। পঁচা শামুকেও নাকি অনেক সময়ে পা কাটে। তাই একটু সাবধান থাকা।

ওদিকে রাজাকার আল-বদরের দলরা তো ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে অন্য জোটটিকে। এবার ওদের জয় হলে হয়তোবা নতুন করে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ, গাজী, সংস্কৃতি, রাজনীতির সংজ্ঞা শিখতে হবে। আচার বেশভূষার পরিবর্তন করতে হবে। হয়তোবা আমাদের ভোকাবুলারীও কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। ওরা আর কোনভাবেই যেনতেন হেলাফেলার বিষয় নয়। বিগত বাইশ মাসে ওদের খেল-তামাশা নানান প্রশ্ন শংকার জন্ম দিয়েছে। নইলে এমন শক্তিমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও ফেরারী আলী আহসান মুজাহিদ কি করে পারলো প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে! ভুল করে মতিউর রহমান নিজামীকে জেলে পুরে রাত না পোহাতেই গলায় ফুলের মালা দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো (... চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে এলে ..... তুমি চলে এলে .... আমার বলার কিছু ছিলো না ....)। ফলে সরাসরি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একবার জয়ী হয়ে এলে ওরা সব সম্ভব করে ফেলবে। যে টুকু করতে পারবে না তার দায় ভার সোজা বিএনপির ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। বিগত বাইশ মাসে মনে হয়েছে ওরা বিএনপি নামের কোন শব্দও জীবনে শোনেনি। চিনেই না। যেই কালো মেঘ সরে গেছে এক দৌড়ে শহীদ মঈনুল সড়ক। জানিনা বিএনপি কেমন করে এসব হজম করবে। তবে আমি যদি ভোটার হতাম - যদি আমি ভোট দিতে পারতাম তবে এসব হাড়ে হাড়ে মনে রাখতাম। আহা - আমি যদি এবার ভোটটা দিতে পারতাম!

যদি ভোটার হতাম তবে নেত্রীদের সবিনয়ে একটা কথা বলতাম - স্বৈরাচার আর রাজাকার/ এরাই যত অনাচার/দিন না বোতলে পুরে/ভেসে যাক ঘৃণার স্রোতে/দুরে বহুদুরে। আর একটি কথা দেশনেত্রীকে বলতে ভয় হয় কখন যে বলে দেন 'চুপ বেয়াদব'। তবে জননেত্রীকে বলতে ভয় নেই - যদিও সময় বেশী নেই তবু যদি সম্ভব হয় দেশের সব ভোটারকে একটি করে ছোট্ট চিঠি লিখুন। বলুন কেন এবারের ভোট এতো গুরুত্বপূর্ণ। কেন মহাজোটকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনতে হবে। আপনার সই করা ওই চিঠিটা যে কোন ভোটার হাতে পেলে তার প্রাণে একটি সাড়া জেগে যাবে। নিজেকে সে গুরুত্বপূর্ন ভোটার হিসেবে ভাববে। ভাববে তার স্বজন সরাসরি তাকে চিঠি দিয়ে ভোট চেয়েছে। হয়তো সব ভোটারই পড়তে জানবে না তবু পরিবারের লোকজন বা পাড়াপড়শীরা তো পড়ে দিতে পারবে। সে জানবে আপনি তাকে চিঠি দিয়েছেন। তাকে কতো গুরুত্ব দিয়েছেন। সারা দেশ জুড়ে আপনার কর্মী। কর্মীরা বাড়ী বাড়ী হাতে হাতে চিঠি পৌঁছে দেবে। চাইলেই কিন্তু সম্ভব। তবে আমি নিশ্চিত এর ফল হবে ব্যপক। মানুষ মাত্রই চায় তাকে কেউ মূল্য দিক।

এটা বিজয়ের মাস। এ মাসে ভেসে ওঠে একাত্তরের দিনগুলো। যেখানেই থাকি যতদুরেই থাকি না কেন এ সময়ে জেগে ওঠে আশা স্বপ্ন হতাশা দুঃখ শোক। বার বার সেই আশা স্বপ্নটা জেগে ওঠে যার জন্য সবাই যুদ্ধ করেছি। এবারও কি হেরে যাবো? আহা, আমি যদি ভোটার হতাম ওই ভোটটাই হোত আমার দু হাজার আটের অস্ত্র। আমার দিন বদলের অস্ত্র। ওই অস্ত্র দিয়েই

আমি যুদ্ধাপরাধীদের কাছে এখনও পর্যন্ত আমার সকল পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতাম। আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করতাম। আহা - আমি যদি ভোটার হতে পারতাম। এক যুগের বেশী সময় ধরে এদেশে এই অস্ট্রেলিয়াতে ভোট দিয়ে যাচ্ছি। কখনো কোনদিন কোন উত্তেজনা বোধ করিনি। ভোট কেন্দ্রে গিয়ে কখনো মনে হয়নি ভোট দিতে এসেছি। তেমন মানুষ জন নেই। যাকে ভোট দিচ্ছি তাকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোনদিন দেখেছি বলেও মনে হয়নি। যিনি প্রার্থী তিনি নিজে হয়তো প্রবেশ মুখে একটা প্লাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে একটু আধটু শুষ্ক হাসি দিচ্ছেন। নয়তো হাতে লিফলেট ধরিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর আসে পাশে দু'একজন কর্মী কখনো সখনো থাকলেও থাকতে পারে। ভোট দেই অনেকটা যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি তাদের প্রার্থীকে। সন্ধ্যায় ফলাফলে দেখি দলটা জিতলো কিনা। তবে আমার ভোট আমি নির্বিঘ্নে নিচিন্তে নির্ভয়ে দেই। এবং আমি জানি আমার ভোট অবশ্যই মূল্যবান। তারপরেও মন পড়ে থাকে দেশের ভোটের দিকে। ওই ভোটের যে আমেজ যে উত্তেজনা যে আনন্দ তা তো এই প্রবাসের ভোটে মেলে না। আমার দেশের ভোট হলো উৎসব (যদি প্রকৃত নির্বাচন হয়) এখানে কেবলই দায়িত্ব পালন।

আহা - যদি আমি ভোটার হতাম! আহা - যদি আমি ভোট দিতে পারতাম!